জনকণ্ঠ

14 JUL 2006

স্কুলে শিশুনির্যাতন

চার্লস ডিকেন্সের কালজয়ী 'অলিভার টুইস্ট' উপন্যাসটি আজও শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্যাতনমুক্ত ব্যবস্থা ও জগত কায়েমের চির-অনুপ্রেরণা যোগায়। আমাদের শিক্ষকদের জন্যই তা অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ করা উচিত। আগেকার দিনে টোলে বা পাঠশালায় গাধা পিটিয়ে মানুষ করার ধ্যানধারণা যেটা ছিল, তার সঙ্গে অনেক মানবিক বিবেচনাও থাকত। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে না শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি হয়েছে, না সে ধারণার মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। স্কুলে বা বোর্ডিং স্কুলে বা গৃহে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করে শিশুদের শিক্ষাদান যে শুধু গর্হিত ও অমানবিক অপরাধ, তা-ই নয়, শিক্ষাদানের প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্যই তাতে হাসিল হতে পারেনা। অনেক সময়ই তা বিয়োগান্তক ও শোকাবহ পরিণতি ডেকে আনে। শুধু স্কুল থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঝরে-পড়ার পথ নয়, জীবনের বৃন্ত থেকেই তাতে অকালে একটি কুঁড়ি ঝরে-পড়ার বেদনাদায়ক সমাজ বাস্তবতা অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে।

স্কুলে নির্যাতনের অতীত ঘটনার ধারায় নতুন সংযোজিত হয়েছে শরীয়তপুরের একটি ঘটনা। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয়শ্রেণীর এক ছাত্রকে ইংরেজী পরীক্ষার চারটি প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্নের উত্তর না-শিখতে পারার 'অপরাধে' সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকা তাকে প্রথমে বেত্রাঘাত করেন, পরে আড়াই শ'বার কানধরে ওঠবস করার হুকুম দেন। ২৫০-এ আর যেতে হয়নি, ক্ষীণদেহী শিশুটি ২শ' ১২ বার ঐভাবে ওঠবস করার পরই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তার হাত-পা ফুলে চোখে রক্ত এসে পড়ে, বারবার সে বমি করতে থাকে। এরপর সে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। এরকম ঘটনা একই শিক্ষিকার কারণে ঘটায় মাস ছয়েক আগে সে-স্কুল থেকে পঞ্চমশ্রেণীর দুটি ছাত্র নাকি পালিয়ে গিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করছে।

আবার, গত আগস্টে এক মাদ্রাসা-শিক্ষকের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েও একটি শিশুর জীবন বিপন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটে। এছাড়া, কুড়িগ্রামে শিক্ষকের বেতের খোঁচায় মাদ্রাসাছাত্রীর চোখ নষ্ট হয়ে-যাওয়া, ভোলায় মক্তব-শিক্ষকের এক শিশুশিক্ষার্থীকে তুলে আছাড় মারার চারদিন পর মৃত্যুঘটা, বগুড়ায় ক্লাসে নাম লিখতে দেরি হওয়ায় প্রধান শিক্ষকের ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্রীর কান টেনে ছিঁড়ে-ফেলা, রাজধানীতেই এক স্কুলে নকলের অভিযোগে শিক্ষকের নিষ্ঠুর অপমান সইতে না পেরে এক ছাত্রীর আত্মহননের মতো অজস্র ঘটনায় প্রত্যেক বছর ঘটে চলেছে।

আমরা এ-জাতীয় ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি দেখতে চাইনা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শ্রেণীকক্ষের শাস্তির কারণে শিশুরা শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারেই ভীত হয়ে পড়ে, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, আগ্রহ হারিয়ে স্কুলই ছেড়ে দেয়। সমাজের জন্য রাষ্ট্র ও জাতির জন্য কোনভাবেই এ-অবস্থার স্থায়ী প্রতিকার ছাড়া কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যত আশা করা যায়না। মাসকয়েক আগে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না-করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সে-নির্দেশ শুধু সরকারী নথিপত্রে আটকা পড়ে থাকলে কারোই কোন কল্যাণ হবে না। স্কুলে কিংবা গৃহে শিক্ষাদানের নামে শিশুদের ওপর মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন চালানোর কলঙ্কজনক, লজ্জাজনক ও সমাজের পাশ্চাদগমনের পথ করে দেয়ার কালো অধ্যায়ের চির অবসান ঘটুক। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক সর্বতোভাবে সকল দায়িত্বশীল মহল এবং গণমাধ্যম ও প্রচার যন্ত্র তার সপক্ষে সরব হোক।